

# দানয়িলেরে গ্রন্থ - সংখ্যা একশ আটষট্টি

ভাববাদী সত্যেরে উন্মোচন: প্রক্সি যুদ্ধসমূহেরে দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং ১,৪৪,০০০ জনেরে মোহরাঙ্কন

Jeff Pippenger  
2024-03-30

এখন আমরা প্রক্সি যুদ্ধসমূহেরে দ্বিতীয় যুদ্ধটি আলোচনা করছি, যমেনটি দানয়িলে অধ্যায় এগারোর এগারো ও বারো পদে চিত্রিত হয়েছে। ঐ পদদ্বয়ে দ্বিতীয় যুদ্ধটি নাস্তিকিতাবাদী শক্তি রাশিয়া এবং ইউক্রনে জাতরি মধ্যকার ইউক্রনেরে যুদ্ধকে নরিদশে করে। ঐ পদগুলিতে পুতনি বজিযী হন, যমেন প্টোলমে চিত্তুর্থ হয়েছিল; কিন্তু তার বজিযেরে পর তিনি নিজি হৃদয়ে উদ্ধত হবনে, এবং তার আত্মরতকিনেদ্রকি আত্মোন্নতি তার ওয়াটারলুর উপায়ে পরণিত হবো। এই বর্তমান ইতিহাসেরে ঐতিহাসিকি প্রতরুপ কেবল তাদরে পক্ষই উপকারী, যারা বোঝে যে বর্তমান ইতিহাস আত্মকিভাবে কী প্রতিনিধিত্ব করে।

দশম অধ্যায়েরে প্রথম পদে, ঈশ্বরেরে শেষে দিনেরে জনগণকে প্রতিনিধিত্বকারী দানয়িলেকে, 'দর্শন' ও 'বষিয' উভয়ই বোঝানে বলে চহিনতি করা হয়েছে। দর্শন ও বষিযটি বারবার একসঙ্গে উপস্থাপতি হয়েছে, তবে একই সত্যধারার অংশ হয়েও তারা পরস্পরেরে থেকে পৃথক। তারা উলাই ও হৃদিকেলে নদী। তারা 'mareh' ও 'chazon' দর্শন। তারা দুই হাজার পাঁচশো বশি বছরেরে ভবষিযদ্বাণী, যা দুই হাজার তনিশো বছরেরে ভবষিযদ্বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত। তারা ঈশ্বরেরে জনগণেরে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যকি সাক্ষ্য। প্রভু গুরুত্বহীন বষিয বারবার পুনরাবৃত্তি করেন না। প্রথম উল্লেখেরে নযিম নরিদশে করে যে, দানয়িলেরে চূড়ান্ত দর্শনেরে তাঁর বষিযে প্রথম যে কথা বলা হয়েছে, তা হলো তিনি ঈশ্বরেরে শেষে দিনেরে সেই জনগণেরে প্রতিনিধিত্ব করেন যারা 'chazon' এবং 'mareh' উভয়ই বোঝে। অতএব, এগারো ও বারো অধ্যায়েরে ভাববাদী ইতিহাস সঠিকিভাবে বুঝতে হলে, ওই 'দর্শন' ও 'বষিয'কে উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় ১১-এ এক লক্ষ চ্যাললশি হাজারকে দানয়িলে প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা মলিরাইটদেরে ইতিহাসে পূরণ হওয়া দশ কুমারীর উপমাটিকে নথিতভাবে পুনরাবৃত্তি করছেন। তাঁরা, মলিরাইটদেরে মতোই, প্রথম এক হতাশার সম্মুখীন হন, যা প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় ১১-এ অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা নাস্তিকি "woke" জন্মের হাতে নহিত হওয়া হিসেবে চিত্রিত হয়েছে, এবং এরপর তারা মশির ও সদোম নামে পরচিতি মহানগরেরে রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, যখনে খ্রিস্টিও ক্রুশবদিধ হয়েছিল। তাদরে মৃত্যু ড্রাগনেরে অনুসারীদেরে জন্ম "rejoicing" ডেকে এনেছিল, কিন্তু তা দানয়িলেরে মধ্য শোক সৃষ্টি করছিল।

এক লক্ষ চ্যাললশি হাজারেরে সীলমোহরেরে ইতিহাস লাযারুসেরে পুনরুত্থানেরে দ্বারাও উপস্থাপতি হয়েছিল; সেই পুনরুত্থানকে খ্রিস্টেরে কার্যযেরে সীলমোহর-প্রদানকারী কর্ম হিসেবে চহিনতি করা হয়েছিল। আর লাযারুস, যনি খ্রিস্টি যাদেরে সীলমোহর করেন তাদরে প্রতীকরূপে দাঁড়ান, তিনি যিরিশালমে বজিয-প্রবশেরে অগ্রভাগে ছিলেন; যা মলিারীয় ইতিহাসে, এবং একই সঙ্গে এক লক্ষ চ্যাললশি হাজারেরে ইতিহাসেও, মধ্যরাতরির করন্দনেরে আন্দোলনেরে প্রতরুপ ছিল। লাযারুসেরে পুনরুত্থান সংঘটিত হয়েছিল যখন তার দুই বোন, মরযিম ও মার্থা, শোকে নমিগ্ন ছিলেন; যমেন দশম অধ্যায়ে দানয়িলে একশ দিন ধরে শোক

করছিলেন। দশম অধ্যায়ে, দানয়িলেরে শোকেরে অবসান ঘটে মথিয়ালেরে অবতরণে—সহে একই ব্য়ক্‌ত্‌ব, যার “কণ্ঠস্বর” লাযারুস ও মুসাকে পুনরায় জীবতি করছেলি। প্রকাশতি বাক্‌য একাদশ অধ্যায়ে দুই সাক্ষীর পুনরুত্থান “মারা”র কার্‌যকারক দর্শনেরে দ্বারা দানয়িলেরে রূপান্তরেরে মাধ্যমে উপস্থাপতি হয়ছে।

দশম অধ্যায়ে, দানয়িলে সহে এক লক্‌ষ চুয়াল্লশি হাজারেরে সীলমোহরেরে প্রত্ননিধিত্‌ব করছনে, যা প্রকাশতিবাক্‌যেরে একাদশ অধ্যায়েও উপস্থাপতি হয়ছে। এই অধ্যায়ে, গাব্রয়িলে স্পষ্টভাবে বলনে য়ে, ত্নি দানয়িলেরে নকিটে এসছনে যনে দানয়িলে বুঝতে পারনে, ঈশ্বরেরে শেষকালেরে লোকদেরে উপর কী ঘটবে। শেষে দনি ঈশ্বরেরে লোকদেরে উপর যা ঘটবে, সে ব্য়যে বার্তাটি ভব্‌ষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এমন এক বার্তার প্রক্‌ষাপটে স্থাপতি, যা ভব্‌ষ্যদ্বাণীর রখোর উপর ভব্‌ষ্যদ্বাণীর রখো স্থাপনেরে পদ্ধতিত্‌ব দ্বারা নশ্‌চিতি হয়। সহে প্রয়োগেরে মধ্যে “প্রথম উল্লেখ”—এর ন্য়িম প্রদর্শন করে য়ে, সঠিকি উপলব্ধি কবেল তারাই দেখতে পাবে, যারা একত্‌রে আনা রখোগুলোর মধ্যে নহিতি অভ্‌যন্তরীণ ও বহঃস্থ—উভয় সত্‌যই দেখে। তারাই সহে লোক, যারা “দর্শন” ও “ব্‌ষ্য” উভয়ই বোঝে।

এক লক্‌ষ চুয়াল্লশি হাজার জন ভব্‌ষ্যদ্বাণীমূলক বার্তাটি বুঝবে, কন্‌িতু তারা বার্তাটিরি অভ্‌জ্ঞতাও করবে, কারণ বার্তা ও অভ্‌জ্ঞতা পৃথক করা যায় না। পবতি্র করে বার্তাই, কারণ বার্তাটি ঈশ্বরেরে বাক্‌য, আর খরস্‌টি হলনে ঈশ্বরেরে বাক্‌য, এবং ঈশ্বরেরে বাক্‌যই সত্‌য। তাঁর বার্তাটি সত্‌য বলে প্রত্‌ষিঠতি, কারণ তা ভব্‌ষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োগেরে য়ে নীতসিমূহেরে মাধ্যমে উপস্থাপতি, সেগেলো তাঁর সত্‌তা ও স্বভাবেরে নীতসিমূহই; কমও নয়, বশেণ্ডি নয়। ত্নি পালমোনি, বিস্‌ময়কর গণনাকারী, রহস্যসমূহেরে গণনাকারী। ত্নি বিস্‌ময়কর ভাষাবদি, আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষে, আলফা ও ওমগো। তাঁর সত্‌তার এই উপাদানগুলি সহে ভব্‌ষ্যদ্বাণীমূলক ন্য়িমসমূহকে সংজ্ঞায়তি করে, যা ভব্‌ষ্যদ্বাণীর বার্তাকে প্রত্‌ষিঠা করে এবং ভব্‌ষ্যদ্বাণীর অভ্‌জ্ঞতা স্‌ষ্টি করে।

শনিরেরে দুই মহান নদী, উলাই ও হদিদকেল, পারস্য উপসাগরে পোঁছবার পূর্ববে তাদরে সঙ্‌গমস্থলেরে নকিটে শাত্‌ আল-আরব নামে পরচিতি একটি জিলাভূমিয় অঞ্‌চল স্‌ষ্টি করে; কন্‌িতু তারা একক নদীতে পরণিত হয়ে একীভূত হয় না। শাত্‌ আল-আরব হলো ইউফ্‌রটেসি ও টাইগ্রসি নদীর, এবং সহে সঙ্‌গে আরও কয়কেটি ক্‌ষুদ্রতর নদী ও স্‌্রোতধারার, সম্মলিনে গঠতি একটি নদীমোহনা। তথাপি, এই মোহনা-অঞ্‌চলেরে মধ্যেও ইউফ্‌রটেসি ও টাইগ্রসি তাদরে স্বতন্ত্‌র পরচিয় অক্‌্ষুণ্‌ণ রাখে এবং পৃথক নদী হিসেবেই পারস্য উপসাগরে প্রবাহতি হয়। ভব্‌ষ্যদ্বাণীর অভ্‌যন্তরীণ ও বহরিগত বার্তাসমূহও তাদরে স্বতন্ত্‌র সম্পর্ক বজায় রাখে; কন্‌িতু যখন তারা তাদরে পরসিমা্পততি পোঁছে (শেষে কালে), তখন তারা বহু অবদানকারী নদী ও স্‌্রোতধারাসহ একটি বিদ্বীপ উৎপন্ন করে। যীশু প্রাক্‌তকি ব্‌ষ্যেরে দ্বারা আত্মকি ব্‌ষ্যকে দ্‌ষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করনে, এবং শেষে কালে প্রত্‌যকে দর্শনেরে প্রভাব এক বদ্বীপীয় প্লাবনভূমিগঠন করে, যদণ্ডি দুই মহান নদী তাদরে স্বতন্ত্‌র ভূমিকা অক্‌্ষুণ্‌ণ রাখে।

একুশ দনিরে শোকেরে সময়কাল সহে সময়েরে সঙ্‌গে সামঞ্‌জস্যপূরণ, যখন দুই সাক্ষী রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে; এবং সহে সময়কাল প্রথম নরাশা ও বলিম্বেরে সময়েরে সঙ্‌গে শুরু হয়। এই সময়কাল বৃহত্তর একটি সময়পর্বেরে অন্তর্গত, যার মধ্যে এক লক্‌ষ চুয়াল্লশি হাজারেরে সীলমোহরদান সম্পন্ন হয়। ১৯৮৯ সালে সময়েরে শেষকালে সীলমোহরদান শুরু হয়নি; এটি শুরু হয়েছিল যখন খরস্‌টি, তৃতীয় দূতরূপে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বেরে অবতীর্ণ হন। ত্নি তাঁর প্রজাদেরে কাদশে তাদরে দ্বিতীয় আগমনে ন্য়ি এসছেলিনে, এবং এবার যারা অল্পসংখ্যক প্রস্তুত, তারা প্রত্‌জ্ঞাত দশে প্রবশে করবে।

১৯৮৯ সালে সময়ের শেষকাল থেকে ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বরে পর্যন্ত ঈশ্বররে প্রজাদরে অভিজ্ঞতা তাদের সীলমোহরতি করেনি। সীলমোহরদান শুরু হয়েছিল যখন খ্রিস্ট অবতীর্ণ হয়ে তৃতীয় সর্বনাশরে সপ্তম তুর্যরে প্রথম ধ্বনবিজয়িছিলেন।

সপ্তম তুর্যধ্বনি সেই স্থান, যখনে ঈশ্বররে রহস্য সমাপ্ত হয়; আর সেই রহস্য এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজাররে মুদ্রাঙ্কনকরে নির্দেশে করে, যা সেই তুর্যধ্বনির সময় সংঘটিত হয়। সেই তুর্য তিনটি স্বর তোললে, কারণ সের্টে সত্য। প্রথম স্বরটি ছিল ১১ সেপ্টেম্বরে, ২০০১; দ্বিতীয় স্বরটি ছিল ৭ অক্টোবরে, ২০২৩; আর এই তিন স্বররে তৃতীয়টি হলো অদূরগত রববার-আইনরে সময়। এই তিনটি স্বরই সত্যে সর্বদা বদ্যমান তিনটি পদকষে। দশম অধ্যায়ে দানয়িলেরে তিনটি স্পর্শ তাঁর অভিজ্ঞতাকরে ইতিহাসরে সেই সময়পরবরে সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল, যা সপ্তম তুর্যরে তিনটি স্বর দ্বারা উপস্থাপতি হয়।

খ্রিস্টরে প্রতীতিরতি রূপান্তরতি হওয়ার প্রভাব সৃষ্টি করে যে ভাববাদী বার্তা, যা দানয়িলে দশম অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন, তা হল শেষে দনিসমূহে ঈশ্বররে লোকদেরে ওপর কী ঘটবে সে বিষয়ক বার্তা, তবে সাধারণ অর্থবে বলা শেষে দনিসমূহ নয়। এটি সেই বার্তা যা এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজাররে সীলমোহর দেওয়ার সময় ঈশ্বররে লোকেরে বোঝে এবং অভিজ্ঞতা করে।

গাব্রিয়লে যখন একাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপতি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করেন, তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর নির্দিষ্ট রেখাসমূহ উপস্থাপন করেন। প্রথম দুই পদকোরশেকরে (প্রথম বুরূপে) দিয়ে, ১৯৮৯ সালে অন্তিম সময়ে, শুরু হয় এবং পঁয়তাল্লিশিতম রাষ্ট্রপতি (ষষ্ঠ) হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পরে ইতিহাস পর্যন্ত অগ্রসর হয়; এবং সেখানে সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস বর্তিত হয়, যতক্ষণ না তৃতীয় ও চতুর্থ পদে সপ্তম রাজ্যরূপে জাতসিংঘরে (মহান আলকেজান্ডার) ইতিহাস আলোচিত হয়। অতএব, ধনী ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পরে—যনি বৈশ্বিকিতাবাদীদরে উত্তেজিত করেন—বার্তাটি এমন একটি সত্য, যা এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজাররে সীলমোহররে সময়ে পরিপূর্ণ হয়। অতএব, এটি বর্তমান সত্য।

পঞ্চম থেকে নবম পদ পর্যন্ত ৫৩৮ সালে পাপাসনরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৭৯৮ সালে মারাত্মক আঘাত এবং শেষকালরে সময় পর্যন্ত ইতিহাস উপস্থাপতি হয়েছে। এটি অবশ্যই অপরহির্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য, কারণ তা চল্লিশিতম পদকরে সমর্থন ও নিশ্চিত করে; কিন্তু এটি এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজাররে সীলমোহররে সময়কালে সংঘটিত কোনো নির্দিষ্ট ভাববাণীমূলক বর্ণনা প্রদান করে না। দশম পদ, পঞ্চম থেকে নবম পদরে ন্যায়, চল্লিশিতম পদরে বৈধতাকরে নিশ্চিত করে, কিন্তু সীলমোহররে সময়ে পরিপূর্ণ হওয়া ভাববাণীমূলক ইতিহাসকরে আলোচ্য করে না। তবে এটি ১৯৮৯ সালকরে চিহ্নিত করে, এবং সেই কারণে অপসারণরে মাধ্যমে ১৯৮৯ সাল থেকে একচল্লিশিতম পদরে রববার-আইন পর্যন্ত একটী নীরব সময়কাল প্রতিষ্ঠা করে।

এগারো থেকে পনেরো পদ পর্যন্ত সেই ইতিহাসকরে চিহ্নিত করে, যা এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজাররে সীলমোহর প্রাপ্তির সময়কালে পরিপূর্ণ হয়। ঐ পদগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদরে মধ্যবর্তী গুপ্ত ইতিহাসরে মধ্য, এবং চল্লিশিতম পদরে ১৯৮৯ সাল থেকে একচল্লিশিতম পদরে রববার-আইন পর্যন্ত পরিসররে মধ্য সুসংগতভাবে স্থান পায়। ঐ পদগুলো নিঃসন্দেহে বর্তমান সত্য, এবং যদি আমরা ঐ পদগুলোর বোধগম্যতা থেকে নির্ধারণতি উপকার লাভ করতে চাই, তবে সেগুলোকরে সে রূপই স্বীকার করতে হবে।

উদ্দেশ্যে সুফল দুটি; কারণ এতে বর্ণগতি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের উপলব্ধি যিহেন প্রকাশ পায়, তমেনা সেই বার্তার সত্যগুলো বোঝার ফলে যে অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়, তাও অন্তর্ভুক্ত। বার্তাটির উপলব্ধি—যা জ্ঞানবৃদ্ধির চূড়ান্ত পরব এবং যা সীলমোহরকরণের সময়কালে পূর্ণতা পাচ্ছে—ই এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের মধ্যে যারা থাকবেন, তাদের পবিত্র করে তোলে। এই কারণে, পদগুলোকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

লবীয় পুস্তক ছাব্বিশের “সাত কাল” এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের মোহরাঙ্কনের সময়ের অবশ্যই অংশ, কারণ দানয়িলের দুটি প্রার্থনা—যা দ্বিতীয় ও নবম অধ্যায়ে উপস্থাপিত—এক দ্বৈত প্রার্থনাকে নির্দেশ করে: পশুর প্রতীমূর্তির দ্বারা উপস্থাপিত ভাববাণীমূলক ইতিহাসকে বোঝার জন্য, এবং সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করার জন্যও, যা তাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় যারা নিজেরে পাপ ও নিজেরে পতিপুরুষদের পাপের ক্রমার জন্য লবীয় পুস্তক ছাব্বিশের প্রার্থনা পূর্ণ করে। বহিরাগত প্রার্থনা পশুর প্রতীমূর্তিকে শনাক্ত করে, আর অন্তর্গত প্রার্থনা খ্রীষ্টের প্রতীমূর্তি উৎপন্ন করে।

দানয়িলের বইয়ের একাদশ অধ্যায়ে যে বিভিন্ন অংশে সলিমোহরের সময়কালের মধ্যে পূর্ণ হওয়া ইতিহাসকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেই ইতিহাসের বোধকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানয়িলের প্রার্থনা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। তিনিও তিনি বীর নবুকদনেজেরের ধাতব মূর্তির স্বপ্নের রহস্যবার্তা বুঝতে চেয়েছিলেন। নবুকদনেজেরের গোপন স্বপ্নের প্রতীকিত্ব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যাটি যখন অনুধাবন করা হয়, তখন সেই বোধটি বোঝা লোকদের কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে, নবম অধ্যায়ে দানয়িলের প্রার্থনায় প্রতীকিত্ব সম্পূর্ণ অনুতাপের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে অর্জন না করলে তাঁদের কোনো আশা নেই।

দশম অধ্যায়ে দানয়িলের দ্বারা উপস্থাপিত অভিজ্ঞতাকে একাদশ অধ্যায়ে অন্তিম-সময়ের ঘটনাবলির ভাববাণীমূলক বর্ণনা থেকে পৃথক করা মানে ভাববাণীর একজন ছাত্র হিসেবে ব্যর্থ হওয়া। দানয়িলে একাদশ অধ্যায়ে এগারো ও বারো পদে সীমান্তরখোর যুদ্ধ, রাফায়ার যুদ্ধ, এবং দক্ষিণের রাজার বজ্র—এসব ঈশ্বরের ভাববাণীমূলক বাক্যে চিহ্নিত তিনি প্রক্সি যুদ্ধের দ্বিতীয়টির প্রতিনিধিত্ব করে। যে চাবিকাঠি সত্যের এই উদ্ঘাটনকে দৃশ্যমান করে তোলে, তা হলো বিস্ময়কর ভাষাবাদের দশম পদে উত্তরের রাজার উপচে পড়া এবং অতিক্রম করে দুর্গ পর্যন্ত (গরীবা পর্যন্ত) পৌঁছানোর ভাষার ব্যবহার। তিনি আরও দুটি পদ প্রদান করছেন, যা এই উপচে পড়া ও অতিক্রম করার বিষয়টি উত্থাপন করে; এবং এভাবে তিনি ঘটনাবলির ভাববাণীমূলক বর্ণনা ও সেই ঘটনাবলির বোধকে অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করার কথা, এই দুইটিকে একত্রে সংযুক্ত করেন।

কিন্তু তার পুত্ররা উদ্দীপ্ত হবে এবং প্রবল বাহিনীর বারিট সমাবেশে ঘটাবে; তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই এসে প্লাবনের মতো ছেয়ে যাবে ও অতিক্রম করবে; তারপর সে ফরিয়ে এসে, তার দুর্গ পর্যন্তও, আবার তড়ে উঠবে। আর দক্ষিণের রাজা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গ (অর্থাৎ উত্তরের রাজার সঙ্গ) যুদ্ধ করবে; আর উত্তরের রাজা এক বৃহৎ বাহিনী দাঁড় করাতে; কিন্তু সেই বাহিনী তার হাতেই সমর্পিত হবে। আর যখন সে সেই বাহিনীকে পরাভূত করবে, তার হৃদয় গরবে ফুলে উঠবে; এবং সে অনেক দশ-হাজারকে পতি করবে; কিন্তু তাকে সে শক্তিশালী হবে না। দানয়িলে ১১:১০-১২।

২০১৪ সালে পুতনি ইউকরনে একটা যুদ্ধ শুরু করেন, এবং অধ্যায় এগারোর এগারো নম্বর পদে যথোভাবে এই সত্য উপস্থাপিত হয়েছে তা শনাক্ত করতে হলে, একজন

ভবিষ্যদ্বাণী-শিক্ষার্থীকে প্রথমে দেখতে সক্ষম হতে হবে যে দশ নম্বর পদ এমন এক ইতিহাসকে উপস্থাপন করে, যা দানয়িলে অধ্যায় এগারোর চল্লিশ নম্বর পদের দ্বিতীয় অংশকে চিত্রিত করে। যখন তারা তা উপলব্ধিকরে, তখন তারা দেখতে পায় যে দশ নম্বর পদ চল্লিশ নম্বর পদের সঙ্গে যা যুক্ত করে, তা হলো—১৯৮৯ সালে সোভিয়েতে ইউনিয়ন যখন বাটেয়ি়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন উত্তর দশেরে রাজা কবেল তার দুর্গ পর্যন্তই অগুরসর হয়েছিল (অর্থ্যাৎ “ঘাড়”)। কিন্তু একজন ভবিষ্যদ্বাণী-শিক্ষার্থী বুঝতে পারত না যে তা কী নির্দেশ করে, যতক্ষণ না সে যশাইয় অধ্যায় আট, পদ আট দেখে। তখন তার কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কর্তৃত্ব থাকত যে, বাইবেলে মাত্র তনিবার ব্যবহৃত একটি অভিব্যক্তির দ্বারা এই তনিটি পদ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

এরপর শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হবে দ্বিতীয় এক সাক্ষ্যেরে, যা প্রমাণ করবে যে বাইবেলে “উথলিয়ে গিয়ে অতিক্রম করবে” এই অভিব্যক্তিটি যে তনিবার এসছে, তা উদ্দেশ্যপূর্ণ পুনরাবৃত্তি। এই সত্যেরে দ্বিতীয় সাক্ষ্য পরতর্ষিষ্ঠি হয় এ কারণে যে তনিটি পদই (সাক্ষ্য) এক উত্তরদেশীয় রাজাকে এক দক্ষিণদেশীয় রাজার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে শনাক্ত করে। সম্মিলিতভাবে, এই তনি সাক্ষ্য—যগুলো দুই প্রকার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেরে দ্বারা একই প্রতীকী ইতিহাস হিসেবে নিশ্চিত হয়—ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থীকে এই তনিটি পদকে একটির উপর আরকেটি, “পংক্তির উপর পংক্তি” রীতিতে, আরোপ করতে পরচালিত করে। সেই প্রয়োগ পদগুলোর বিষয়বস্তুকে বসিত করবে, যা উত্তরদেশীয় এক রাজা ও দক্ষিণদেশীয় এক রাজার মধ্যকার যুদ্ধকে চিত্রিত করে।

ইশাইয়া অধ্যায় সাত, পদ আট ও নয়, দশম পদের “দুর্গ” বলতে কী বোঝানো হয়েছে, সেই ধাঁধার সমাধানেরে চাবিকাঠি প্রদান করে, কারণ হিব্রুতে “দুর্গ” যে শব্দটি, সেটাই অধ্যায় এগারোর সপ্তম পদে দক্ষিণের রাজা যে “দুর্গে” প্রবেশ করেছিলেন, সেই “দুর্গ”। “দুর্গ” শব্দটি দানয়িলে এগারোর একত্রিশতম পদে “শক্তির পবিত্রস্থান” কথাটিতে “শক্তি” হিসেবেও অনূদিত হয়েছে। অতএব, এই দুটি পদ (সাত ও একত্রিশ) “দুর্গ” বলতে কোনো রাজ্যের রাজধানী অথবা কোনো রাজাকে বোঝায়—এমন দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে। এই সত্যটি (উভয়ই অধ্যায় এগারোতে) দুই সাক্ষ্যেরে পরতর্ষিষ্ঠি হলে, তখন ইশাইয়া অধ্যায় সাতের আট ও নয় নম্বর পদেরে তাঁর রহস্যময় অংশে, যখনে তনি দুটি অন্তর্নহিত সাক্ষ্যেরে প্রমাণ করবে যে “দুর্গ” হলো কোনো রাজ্যের রাজধানী, বা সেই রাজ্যের রাজা, সেটি এই কথাও পরতর্ষিষ্ঠি করে যে ১৯৮৯ সালের পূর্বে, সোভিয়েতে ইউনিয়ন—যার রাজধানী ছিল রাশিয়া, যার রাজধানী শহর মস্কো—এর প্রধান ছিলেন মকিল গোরবাচভে। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে গোরবাচভেরে চোখে পড়ার মতো বশেষিষ্ট্য ছিল তাঁর কপাল।

পংক্তির পর পংক্তি, এই প্রয়োগেরে উপসংহার তার গুরুত্বকে জোর দিয়ে তুলে ধরে যখন এটি বলে, “তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে অবশ্যই পরতর্ষিষ্ঠি হবে না।” যীশু বললেন, “হে মূর্খরা, এবং নবীরা যা যা বলছেন, তা বিশ্বাস করিতে হৃদয়ে ধীর!” [দখুন লুক ২৪:২৫] এজরা লিখেছিলেন, “তারা সকালে ভোরেরে উঠে তকেওয়ার মরুভূমির দিকে রওনা দলি; এবং তারা যখন রওনা হচ্ছিল, যোশাপাত দাঁড়িয়ে বললেন, আমার কথা শোন, হে যহিঁদা, এবং হে যরীশালমেরে অধবিসীরা; তোমাদেরে প্রভু ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তাহলেই তোমরা পরতর্ষিষ্ঠি হবে; তাঁর নবীদেরে বিশ্বাস কর, তাহলেই তোমরা সমৃদ্ধ হবে।” [দখুন ২ বংশাবলি ২০:২০] প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে সাতবার শুনতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। “যার কান আছে, সে যনে আত্মা মণ্ডলীদেরে পরতর্ষিষ্ঠি বলে, তা শোনো।”

দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশিত হওয়া মান জেএনসি কুমারীদে দলে থাকা; কারণ মূর্খদের হৃদয় নবীদের কথায় বিশ্বাস করতে ধীর। জেএনসির ঈশ্বর তাঁর নবীদের মাধ্যমে যা বলছেন, তা বিশ্বাস করে; এবং তারা প্রত্যাশিত ও সমৃদ্ধ হয়, কারণ তারা যা আত্মা কলসিয়াসমূহকে বলে, তা শোনে। রাশিয়াকে সনাক্ত করা, এবং ২০১৪ সালে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধটি রাশিয়া শুরু করেছিল—এসবই সেই সময়ে ভবিষ্যদ্বাণীর জেএনসি শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত করে, যখন খ্রিস্ট সেই সত্যটির সলিমোহর খুলে দেন।

সেই সত্য ইতিহাসে ২০১৪ সালে উপস্থিত হয়, যা ২০০১ সালের পরবর্তী; অতএব তা এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের সীলমোহরের সময়ের মধ্যেই অবস্থিত। পরবর্তী বছরে, ২০১৫ সালে, সর্বাধিক ধনী সেই রাষ্ট্রপতি, যিনি ১৯৮৯ সালের শেষকালের সময় থেকে গণনা করলে ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববাদীদের উত্তেজিত করতে শুরু করেন। দশম পদ ১৯৮৯ সালের ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, কিন্তু এটি রাশিয়াকেও “দুর্গ” হিসেবে প্রত্যাশিত করে; এবং পরবর্তী দুই পদে, রাশিয়া প্রকৃতি যুদ্ধগুলোর দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করবে, এবং পুতিন সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে। পদগুলোর সত্য তখনই মোহর-মুক্ত হয়, যখন সেগুলো যে ইতিহাসকে উপস্থাপন করে তা পরিপূর্ণ হয়।

"দানিয়েল তাঁর বরাদ্দ অংশে এবং তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। দানিয়েল ও যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বোঝা উচিত। এগুলি পরস্পরকে ব্যাখ্যা করে। এগুলি বিশ্বকে এমন সত্য দিয়ে, যা প্রত্যেকেই বোঝা উচিত। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিশ্বকে সাক্ষ্য হতে নির্ধারণিত। এই শেষে দিনগুলিতে তাদের পরিপূর্ণতার মাধ্যমে, এগুলি নিজেরাই নিজদের ব্যাখ্যা করবে।" দ্য ক্রসে কালকেশন, ১০৫।

একশো চ্যাললিশি হাজারের সীলমোহরের সময়ে ঐতিহাসিক পরিপূর্ণের মাধ্যমে এগারো ও বারো পদ্যের ভবিষ্যদ্বাণী উন্মোচিত হয়; কিন্তু “line upon line,” এই পদ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য রয়েছে। “overflowing, and passing over” সম্বন্ধীয় তিনটি অংশকে একত্রে আনতে হলে, ভবিষ্যদ্বাণীর ছাত্রকে পঁয়ষট্টি বছরের ভবিষ্যদ্বাণীকেও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রাখায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পঁয়ষট্টি বছরের ভবিষ্যদ্বাণী দুটি দুই হাজার পাঁচশত বশি বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনাকে চিহ্নিত করে, এবং এটি নির্ধারণ করে যে তারা একে অপর থেকে ছেলেলিশি বছর ব্যবধানে শুরু হয়। সূচনায় পঁয়ষট্টি বছরকে সনাক্ত করার মাধ্যমে, এটিও সনাক্ত হয় যে Alpha এবং Omega সমাপ্তিতে পঁয়ষট্টি বছর উৎপন্ন করবে।

আরম্ভে ও সমাপ্তিতে বর্তমান পঁয়ষট্টি বছর—উভয়ই—প্রত্যেকে তিনটি পথচিহ্নের স্বাক্ষর বহন করে। প্রথমটি ছিল ৭৪২ খ্রিস্টপূর্ব, তারপর উনশি বছর পরে ৭২৩ খ্রিস্টপূর্ব, তারপর ছেলেলিশি বছর পরে ৬৭৭ খ্রিস্টপূর্ব। এই তিনটি পথচিহ্ন সমাপ্তিতে ১৭৯৮, ১৮৪৪, এবং ১৮৬৩ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। আরম্ভের (আলফা) ছেলেলিশি বছরের সময়কাল মন্দরি ও সনৈয়দলকে পদদলিত করাকে নির্দেশ করে, এবং সমাপ্তির (ওমেগা) ছেলেলিশি বছর পবিত্রধাম ও সনৈয়দলের পুনঃস্থাপনকে নির্দেশ করে, যখন চুক্তির দূত (যিনি আলফা ও ওমেগাও), হঠাৎ সেই মন্দরি প্রবশে করতেন, যা তনি ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ছেলেলিশি বছরে পুনরুত্থিত করেছিলেন।

খ্রি.পূ. ৭৪২ সালে যশিয়াহ যখন ভবিষ্যদ্বাণীটি উপস্থাপন করেন, তখন উনশি বছরের পর যে ছেলেলিশি বছরের সময়কাল আসে, তার শেষে ক্যাস্টিকি বনিয়াসে আবার উনশি বছর অনুসরণ করে। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত উনশি বছর এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের জন্ম

খ্রিস্টিরে উদ্দেশ্যগুলোর একটি নিদির্শন দায়ে, যা সেই ইতহিসে সংঘটিত বদির্োহরে কারণে অপূরণ থকে গয়িছেলি। দানয়িলেরে একাদশ অধ্যায়েরে দশ থকে বারো নম্বর পদ সম্পর্কে সত্যেরে বাক্যকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে ভবিষ্যদ্বাণীর একজন ছাত্রেরে যে কাজটি প্রয়োজন, তা শুধু (আপনি যদি বিশ্বাস করেন) ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রনে যুদ্ধ শুরু করবে—এই কথাই প্রতষ্টিা করে না, বরং সেই যুদ্ধ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরে সীলকরণেরে সময়ে শুরু হবে—এ কথাটিও প্রতষ্টিা করে। এই পদগুলিতে যে ভাববাদী ইতহিস উপস্থাপতি হয়ছে তা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ সেই ইতহিসও, যখনে সেই একই ইতহিসেরে সত্য উন্মোচতি হয়; এবং সটে ১৮৪৪ থকে ১৮৬৩ পর্যন্ত উনশি বছরেরে ইতহিস দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা হয়ছে।

১৮৪৪ তৃতীয় স্বর্গদূতেরে আগমনকে নরিদশে করে, এবং এটি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে তৃতীয় স্বর্গদূতেরে আগমনকেও প্রতর্পিতি করে। ১৮৬৩ যরীহোর পুনর্নরিমাণ দ্বারা প্রতীকায়তি বদির্োহকে উপস্থাপন করে। ১৮৬৩ সালের ওয়মোর্ক শীঘ্রই আগত রববার-আইনেরে সময় "যরীহোর প্রাচীরগুলি পতিত করতি" ব্যবহৃত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরে আনুগত্যকেও প্রতর্পিতি করে। আমরা যে পদগুলি বিবেচনা করছি, তন্মধ্যে ষোড়শ পদটি যুক্তরাষ্ট্রেরে রববার-আইনকে উপস্থাপন করে। একাদশ পদটি ২০১৪ সাল হইতে পুতনিরে চূড়ান্ত বজীয় পর্যন্ত নরিদশে করে। পদগুলি দ্বিতীয় প্রক্সি যুদ্ধেরে সূচনাকে চহ্নিতি করে, যাহার পর ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পদে উপস্থাপতি তৃতীয় প্রক্সি যুদ্ধ অনুসরণ করে।

দ্বিতীয় পদকে একাদশ ও দ্বাদশ পদেরে সঙ্গে একত্রে বিবেচনা করলে, আমরা ২০১৪ সালে শুরু হওয়া ইউক্রনীয় যুদ্ধকে শনাক্ত করি; এর পর ২০১৫ সালেরে মার্কনি প্রসেডিনেটীয় প্রচারণা, এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০১৬ সালে সর্বাধিক ধনী প্রসেডিনেটেরে নরিবাচন সংঘটিত হয়। দ্বাদশ পদেরে পর তৃতীয় প্রক্সি যুদ্ধে, রববার-আইনেরে পূর্ববর্তী শেষে প্রসেডিনেটেরে প্রতশোধমূলক পদক্ষেপে আসে। দ্বিতীয় প্রক্সি যুদ্ধ, যা সীমান্তরখোর যুদ্ধ, ষষ্ঠ ও সর্বাধিক ধনী প্রসেডিনেটেরে নরিবাচনেরে ঠকি পূর্বে শুরু হয়ছিলি।

১৮৪৪ থকে ১৮৬৩ সালেরে ইতহিসে, ইজকেয়িলেরে দুটি কাঠিকে একত্র করা হওয়ার কথা ছিলি। তাদরে যুক্ত হওয়া দবিষত্ব ও মানবত্বেরে সমন্বয়কে প্রতনিধিত্ব করছিলি, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মোহরকরণেরে কাজ। ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূত এসছিলিনে এবং স্বর্গীয় পবতিরস্থান, ঈশ্বরেরে আইন, বশিরামদনি এবং তৃতীয় স্বর্গদূতেরে সঙ্গে সম্পর্কতি আলো উন্মুক্ত করছিলিনে। ১৮৪৯ সালে প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারতি করলনে, যাতে মহা নরিশায় ছত্রভঙ্গ হওয়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া পালকে তনি আবার একত্র করনে। ১৮৫০ সালে তনি তাঁর লোকদেরে হবক্কুকরে দ্বিতীয় চতিরফলক প্রস্তুত করতে পরচালতি করলনে, যাতে তাঁর লোকরো যে বার্তা ঘোষণা করতে ছিলি তা চতিরেরে মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়, যমেন তনি তাঁদেরকে "যরেখোর প্রাচীর ভেঙে ফলো"র জন্য নতৃত্ব দয়িছিলিনে। সেই চতিরফলকে "সাত সময়" অন্তর্ভুক্ত ছিলি, যমেন ছিলি "পুরনো চতিরফলকে"।

১৮৫৬ সালে, তনি সেই আলোকে উন্মোচন করছিলিনে, যা জরেখোর "যুদ্ধ"-এর পূর্বে তাঁর জনগণকে সলিমোহর দেওয়ার জন্য ছিলি। সে আলোটি ছিলি প্রথম আলোর একটি বৃদ্ধি, যা আলফা ও ওমগো উইলিয়াম মলিয়ারেরে কাছে প্রকাশ করছিলিনে। এটি ছিলি "সাতবার"-এর আলো, যমেন প্রাচীন জরেখোর যুদ্ধে বারবার উপস্থাপতি হয়ছে। যে আলো তাঁর জনগণকে সলিমোহর দতিে ছিলি, সটেই ছিলি লাওদকিয়ীর বার্তা, যা তাদরে জাগয়িে তুলতে এবং আবার তাদরেকে ফলিডলেফয়ীর অভিজ্ঞতায় ফরিয়িে আনতে ছিলি।

শেষেরে সেই আলোটা ছিল প্রথম আলোর একটি বিদ্যুৎ, কিন্তু তাঁর জনগণ সেই আলোকে উপেক্ষা করল এবং ফলত লাওদকিয়ার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর পথই বছে নলি। 1844, 1849, 1850, 1856 এবং 1863 পাঁচটা মাইলফলককে নির্দেশে করে, যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ইতিহাস থেকে শিগিরিই আসতে থাকা রবিবারের আইন পর্যন্ত প্রতিলিপি হয়েছে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

ইস্রায়েলে-সন্তানদের কারণে যারীহো সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ ছিল; কটে বাইরে যেতে না, এবং কটে ভেতরে আসতে না। আর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে বললেন, দেখে, আমি যারীহোকে, তার রাজ্যকে, এবং তার পরাক্রমশালী বীরদের তোমার হাতে সমর্পণ করছি। আর তোমরা, সমস্ত যোদ্ধারা, নগরটি প্রদক্ষিণ করবে এবং নগরের চারদিকে একবার ঘুরে আসবে। এইরূপ তুমি ছয় দিন করবে। আর সন্দিহন করে সম্মুখে সাতজন যাজক মেষশৃঙগের সাতটি তুরী বহন করবে; এবং সপ্তম দিনে তোমরা নগরের চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করবে, আর যাজকরা তুরী বাজাবে। আর এমন ঘটবে যে, যখন তারা মেষশৃঙগের দীর্ঘ ধ্বনি দাবে, এবং তোমরা তুরীর শব্দ শুনবে, তখন সমস্ত লোক উচ্চস্বরে মহাধ্বনি করবে; আর নগরের প্রাচীর সমতল হয়ে পড়ে যাবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে দিকিই সোজা উঠে যাবে। তখন নূনের পুত্র যিহোশূয় যাজকদের ডেকে তাদের বললেন, নয়িম-সন্দিহন তুলে নাও, এবং সদাপ্রভুর সন্দিহন করে সম্মুখে সাতজন যাজক মেষশৃঙগের সাতটি তুরী বহন করুক। আর তিনি লোকদের বললেন, এগিয়ে যাও, এবং নগরটি প্রদক্ষিণ কর; এবং যে সশস্ত্র, সে সদাপ্রভুর সন্দিহন করে সম্মুখে অগ্রসর হোক। আর এমন ঘটল যে, যিহোশূয় লোকদের এই কথা বলার পর, মেষশৃঙগের সাতটি তুরী বহনকারী সাতজন যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তুরী বাজাতে লাগল; এবং সদাপ্রভুর নয়িম-সন্দিহন তাদের পশ্চাতে চলল। আর সশস্ত্র লোকরা তুরী বাজানো যাজকদের সম্মুখে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগী সন্দিহন করে পরে আসছিল; যাজকরা অগ্রসর হতে হতে তুরী বাজাচ্ছিল। আর যিহোশূয় লোকদের এই আদেশে দিচ্ছিলেন, তোমরা মহাধ্বনি করবে না, তোমাদের কণ্ঠস্বরের কোনো শব্দও করবে না, এবং আমার আদেশে দেওয়ার দিন পর্যন্ত তোমাদের মুখ থেকে একটি কথাও বের হবে না; তারপর তোমরা মহাধ্বনি করবে।

অতএব সদাপ্রভুর সন্দিহন নগরটিকে একবার প্রদক্ষিণ করল; তারপর তারা শিবিরে এসে শিবিরেই রাত্রিযাপন করল। পরে যিহোশূয় প্রভাতে অতি প্রত্যুষে উঠলেন, এবং যাজকরা সদাপ্রভুর সন্দিহন তুলে নলিনে। আর সদাপ্রভুর সন্দিহন করে সম্মুখে মেষশৃঙগের সাতটি তুরী বহনকারী সাতজন যাজক অবিরাম অগ্রসর হতে লাগল এবং তুরীধ্বনি করতে লাগল; সশস্ত্র লোকরা তাদের আগে আগে চলল; কিন্তু পশ্চাৎরক্ষী সদাপ্রভুর সন্দিহন করে পছনে চলল, আর যাজকরা অগ্রসর হতে হতে তুরীধ্বনি করতে লাগল। দ্বিতীয় দিনেও তারা নগরটিকে একবার প্রদক্ষিণ করে শিবিরে ফিরে এল; তারা এইরূপ ছয় দিন করল। আর সপ্তম দিনে এমন ঘটল যে, তারা ভোরের আলোর সময় অতি প্রত্যুষে উঠে একই প্রকারে নগরটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করল; কেবল সেই দিনই তারা নগরটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছিল। আর সপ্তমবারে, যখন যাজকরা তুরীধ্বনি করল, তখন যিহোশূয় লোকদের বললেন, চিৎকার কর; কারণ সদাপ্রভু তোমাদের এই নগর দিচ্ছেন।

আর নগরী, অর্থাৎ সটে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অভিশপ্ত হবে; কেবল বশ্যা রহব বঁচে থাকবে, সে এবং তার সঙ্গে গৃহে যারা আছে তারা সকলেই, কারণ সে আমাদের প্রেরিত দূতদের লুকিয়ে রেখেছিল। আর তোমরা অবশ্যই নজিদেরকে

সহে অভিশিপ্ত বস্তু থেকে বরিত রাখবে, পাছে তোমরা সহে অভিশিপ্ত বস্তু গ্রহণ করে নজিদেহেই অভিশিপ্ত কর এবং ইস্রায়লেহে শবিরিকে অভিশিপ্তগ্রস্ত করে তাকে বপির্বস্তু কর। কনিতু সমস্ত রৌপ্য, স্বর্ণ, পতিলহে ও লোহার পাত্ৰ সদাপ্ৰভুর উদ্দেশে পবিত্ৰকৃত; সগেলিসদাপ্ৰভুর ভাণ্ডারে যাবে। অতএব যাজকহে যখন তুরী বাজাল, তখন লোকহে উচ্চস্বরে ধ্বনি করল; আর এমন ঘটল যহে, লোকহে তুরীর শব্দ শুনহে মহা ধ্বনি করলে প্ৰাচীর সমতল হযে পড়ে গলে; তখন লোকহে প্ৰত্যহে সোজা নজিরে সম্মুখে নগরে উঠে গযে নগরী অধিকার করল।

আর তারা নগরে যা কছি ছিল, সবই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করল—পুরুষ ও নারী, যুবক ও বৃদ্ধ, গরু, মেষ, ও গাধা—তলোয়ারহে ধার দযে। কনিতু যহিেশূয় সহে দুই ব্যক্তিকে, যারা দেশেটি গুপ্তচরবৃত্তিকরে দেখে এসছিলি, বলছিলিনে, “তোমরা সহে বশ্যের গৃহে প্ৰবশে কর, এবং সখোন থেকে সহে স্ত্রীলোককে ও তার যা কছি আছে, সবই বহে করে আন, যহেন তোমরা তাকে শপথ করছিলি।” তখন সহে যুবকহে, যারা গুপ্তচর ছিল, ভতিরে গযে রাহাবকে, তার পতিকহে, তার মাতাকহে, তার ভ্ৰাতৃগণকহে, এবং তার যা কছি ছিল, সবই বহে করে আনল; তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকহে তারা বহে করে এনে ইস্রায়লেহে শবিরিরে বাইরে রেখে দলি। আর তারা নগরটি ও তার মধ্যহে যা কছি ছিল, সবই অগ্নিদযে দগ্ধ করল; কবেল রৌপ্য, স্বর্ণ, পতিলহে ও লোহার পাত্ৰগুলি তারা সদাপ্ৰভুর গৃহে ভাণ্ডারে রাখল। আর যহিেশূয় সহে বশ্যা রাহাবকহে, তার পতির পবিরকহে, এবং তার যা কছি ছিল, তাদহে সকলকহে জীবতি রক্ষা করলনে; এবং সে আজ পৰ্যন্ত ইস্রায়লেহে মধ্যহে বাস করে আসছে; কারণ যহিেশূয় যরীহো নগর গুপ্তচরবৃত্তিরি জন্ম যহে দূতহে পাঠযিছিলিনে, সে তাদহে গোপন করে রেখেছিলি। আর সহে সময় যহিেশূয় তাদহে শপথ করযে বললনে, “যহে ব্যক্তি সদাপ্ৰভুর সম্মুখে উঠে এই যরীহো নগর পুনর্নিৰ্মাণ করবে, সে অভিশিপ্ত হোক; সে তার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰহে মূল্যহে এর ভিত্তি স্থাপন করবে, এবং তার কনিষ্ঠ পুত্ৰহে মূল্যহে এর দ্বারগুলি স্থাপন করবে।” অতএব সদাপ্ৰভু যহিেশূয়হে সঙ্গে ছিলিনে; এবং সমগ্র দেশে তার খ্যাত ছিড়যে পড়ল। যহিেশূয় ৬:১-২৭।